দৈনিক জনকণ্ঠ
তারিখ ..07. SEP..1996 ... ...
পৃষ্ঠা ..১৫ কলাম .. ৭...
26

তোতাকাহিনী নাটকে জবরদস্তি করে আরোপিত শিক্ষার পরিণাম তুলে ধরা হয়েছে

আশীষ-উর-রহমান শুভ

বেলা পড়ে এসেছে। গাছপালা, বাড়িঘরের ছায়া দীর্ঘ হয়ে বিছিয়ে গেছে ভূতলে। মাথার ওপরে স্বচ্ছ নীলাকাশ। তার গায়ে রাশি রাশি শাপলা ফুলের মতন ফুটে আছে ফুরফুরে মেঘেদের দল। স্তূপ স্তূপ শুভ্র মেঘের চূড়ায় চূড়ায় শেষবেলার রোদ লেগে আছে যেন জরোয়া গহনার মতো। থেকে থেকে বয়ে যাচ্ছে ঝিরি ঝিরি হাওয়া। শারদীয় অপরাহ্নের সেই হাওয়া গায়ে মেখে একে একে অনেক মানুষ এগিয়ে চলেছেন প্রশস্ত মসৃণ পিচঢালা পথ ধরে। দু'পাশে সবুজ ঘাসে ছাওয়া বিস্তীর্ণ মাঠ। সামনে মনোরম স্থাপত্যের শ্বেতবর্ণের জাতীয় সংসদ ভবন। গত

সংসদ ভবন চত্বরে গণনাট্য ফোরামের নাট্যানুষ্ঠান

শুক্রবার অন্যান্য দিনের মতোই বৈকালিক ভ্রমণে এসেছিলেন এখানে নানা বয়সী মানুষ।

যা হয় বরাবর, আপন মনে পায়চারি করছিলেন কেউ, কেউ বসে বসে তন্ময় হয়ে দেখছিলেন আকাশের মেঘেদের ওড়াউড়ি। ছোট ছোট দলে সিঁড়িতে বসে গল্প-গুজবে মত্ত ছিলেন অনেকে। সিঁড়ির ওপরে ইটপাতা চত্বরে স্কেটিং অনুশীলনে ব্যতিব্যস্ত ছিল এক ঝাঁক কচিকাঁচা। প্রচুর দর্শকও ছুটে গিয়েছিল তাদের চারপাশে। বড়ই মনোরম পরিবেশ। হঠাৎ এরই মধ্যে বলা নেই, কওয়া নেই-- মাইক্রোফোনে ভেসে এলো ঢোল-তবলার 'ধেই ধেই-ধিন ধিন বোল'। ব্যাপারটা কি, কিসের গান-বাজনা? খোঁজ নিতে যাঁরা এগিয়ে এলেন শব্দের উৎস লক্ষ্য করে তাঁদের উপস্থিতিই নিমিষে বদলে দিল পরিবেশ। পরিবেশ তৈরি হয়ে গেল এক জমজমাট অনুষ্ঠানের। বৃত্তাকারে কেউ বসে, কেউ দাঁড়িয়ে উঁকি-ঝুঁকি দিয়ে প্রস্তুত হয়ে গেলেন দেখার জন্য। গান-বাজনাও শুরু হয়ে গেল তৎক্ষণাৎ। হারমনিতে প্যাঁ-পুঁ করে বেজে উঠল 'আমরা সবাই রাজা আমাদেরই রাজার রাজত্বে' গানের সুর। সেই সুরে সুরে রংবেরঙের পোশাক পরা একদল তরুণ-তরুণী ফুটিয়ে তুলল নাচের মুদ্রা। এমন সময় তাদের মাঝে মুকুট মাথায় এসে দাঁড়ালেন মহারাজা। তার বাগানে এক তোতাপাখি ঢুকে পড়েছে। মহারাজা নির্দেশ দিলেন বুনো পক্ষীটিকে ধরে শিক্ষাদীক্ষা দিয়ে শিক্ষিত করে তোলা হোক।

কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'তোতাকাহিনী' গল্প অবলম্বনে এই নাটকটি পরিবেশন করছিলেন গণনাট্য ফোরামের শিল্পীবৃন্দ। আগামীকাল ৮ সেপ্টেম্বর আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস। এ উপলক্ষেই গণনট্য ফোরাম আয়োজন করে এই নাট্যানুষ্ঠানের। 'গণসাক্ষরতা অভিযান' নামের একটি বেসরকারী সাহায্য সংস্থারই অঙ্গ-সংগঠন হচ্ছে এই 'গণনাট্য ফোরাম'। সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড, বিশেষ করে নাটকের মধ্যে দিয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে শিক্ষা সচেতনতা বৃদ্ধি এবং অক্ষরজ্ঞান লাভের ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করে তোলার জন্য 'ফোরাম' তাদের কর্মকাণ্ড চালিয়ে যাচ্ছে। নাট্য বিভাগের পরিচালক প্রলয় চাকী ও ফজলে এলাহী শাহীন জানালেন, ঢাকাসহ ১০টি জেলার গণনাট্য ফোরামের জেলা শাখা এবং আরও ১৮টি থানায় থানা শাখা গঠন করা হয়েছে। প্রত্যেক এলাকার বিভিন্ন সংগঠনের সাংস্কৃতিক কর্মীদের নিয়ে ফোরামের শাখাগুলো গঠন করা হয়েছে। সাংস্কৃতিক কর্মীরা সম্পূর্ণ স্বেচ্ছাশ্রমের ভিত্তিতে দেশ থেকে নিরক্ষরতা দূরীকরণের জন্য এই নাট্যান্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন। প্রায় ন'শ' সাংস্কৃতিককর্মী এখন নিয়োজিত আছেন এই কাজে।

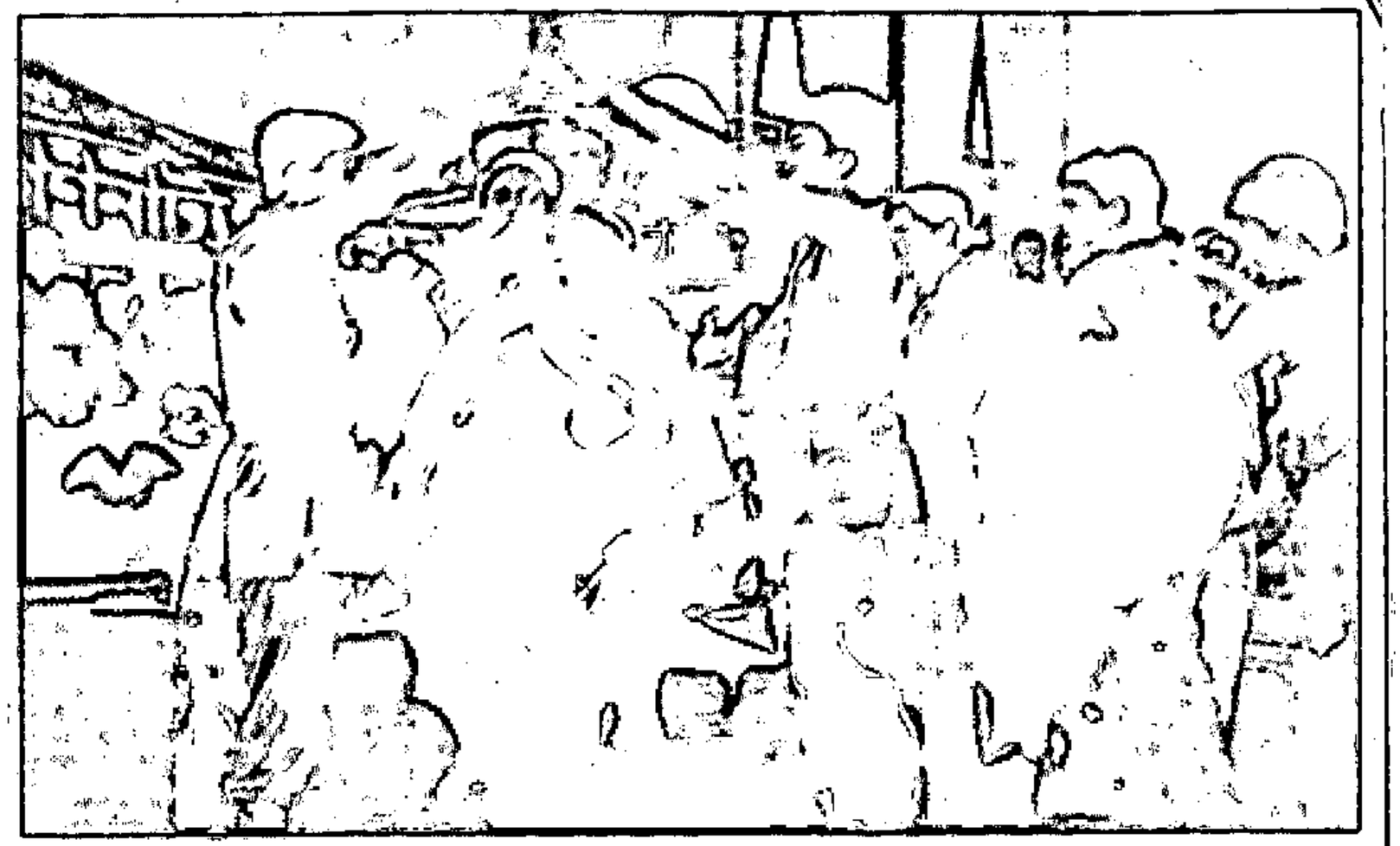

তোতাকাহিনী নাটকের রূপকের মধ্য দিয়ে জোরজবরদস্তি করে আরোপিত শিক্ষার পরিণাম তুলে ধরা হয়েছে দর্শকদের সামনে। মহারাজার আদেশে তোতা পাখিকে আটক করা হলো। সোনার খাঁচা তৈরি করা হলো তার জন্য। বিদ্যালয় রূপ সুবর্ণ খাঁচায় বন্দী হলো মুক্ত পাখি। পণ্ডিত শিক্ষাবিদদের তলব করা হলো তোতার জন্য শিক্ষানীতি প্রণয়নকল্পে। বহু ভেবে ভেবে তাঁরা সেটা প্রণয়ন করলেন। রাজভাণ্ডার মুক্ত করে দেয়া হলো তাদের উদ্দেশ্যে এবং তারা তোতার ওপর চালিয়ে যেতে থাকলেন তাদের সেই মহতী কর্মযজ্ঞ। অতঃপর ফলাফল পরিদর্শনে এসে মহারাজা অবলোকন করলেন তোতা তার দুই পাখনা ভূমিতে বিছিয়ে অসাড় পড়ে আছে। নড়ে না, ঠোঁট ফেলে না-- নিশ্চুপ। পণ্ডিতরা মহারাজাকে অবগত করালেন---'তোতার সকল শিক্ষা সমাপ্ত।'

এই নাটকটির অভিনয় শুরু হয়েছে গত বুধবার থেকে। প্রথম অভিনয় হয়েছে মিরপুর চিড়িয়াখানার সামনে। পরের দিন হয়েছে রমনা পার্কে শতায়ু চত্বরে। তৃতীয়টি হলো জাতীয় সংসদ চত্বরে। আজ হবে জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে এবং সমাপনী দিন আট সেপ্টেম্বর সকালে হবে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার ও বিকালে টিএসসিতে। এছাড়া এদিন আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস উপলক্ষে এক র‍্যালিও বের হবে সকালে জাতীয় যাদুঘরের সামনে থেকে। নাটকে কুষ্টিয়া, পাবনা, যশোর, বগুড়া ও দিনাজপুর ফোরামের শিল্পীবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন।

উদ্যোক্তারা জানালেন গণনাট্য ফোরামের শাখাগুলো প্রতিমাসে অন্তত একটি করে নাটকের প্রদর্শনী করে আসছে তাঁদের নিজ নিজ এলাকায়। গত ১৯৯৪ সালে 'ফোরাম' গঠিত হয়েছে। এ পর্যন্ত তাঁরা গণশিক্ষা বিষয়ক ২০টির মতো নাটকের প্রায় দু'শ'র কাছাকাছি প্রদর্শনী করেছেন। এছাড়া প্রত্যন্ত এলাকায় ফোরামের স্বেচ্ছাসেবী কর্মীরা স্কুলে শিশু ভর্তি, শিশু জরিপ এবং সাক্ষরতা অভিযানে অংশগ্রহণ করছেন। ব্যক্তিগতভাবে এ থেকে এসব শিল্পী পাচ্ছেন না কিছুই। নগদ কিছু পাওয়ার আশাও করেন না তাঁরা। দেশ থেকে অশিক্ষার অন্ধকার দূর হোক-- জানালেন তাঁরা, এই হবে তাঁদের সব থেকে বড় প্রাপ্তি। শিক্ষা তো অনির্বাণ আলোর স্বরূপ। বাঙালীর জীবন সেই আলোয় উদ্ভাসিত হতে আরও কতদিন বাকি!

গণশিক্ষা কার্যক্রম উপলক্ষে সংসদ ভবন চত্বরে নাটক পরিবেশন করছেন গণনাট্য ফোরামের শিল্পীবৃন্দ —মোঃ আলম